হেনরিক ইবসেন

বুনো হাঁস

অনুবাদ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ঐতিহ্য

বুনো হাঁস
মূল : হেনরিক ইবসেন
অনুবাদ : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

ঐতিহ্য প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪৩১
জুন ২০২৪

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

BUNO HASH by HenrikIbsen
Translated by Serajul Islam Choudhury
Published by Oitijjhya
Date of Publication : June 2024

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2024 Serajul Islam Choudhury
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

ISBN 978-984-776-==

উৎসর্গ

তাহেরা বেগম জলি
সুজনেষু

ভূমিকা

আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে উইলিয়াম শেক্সপীয়রের পরেই হেনরিক ইবসেনের স্থান। 'বুনো হাঁস' নাটকটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর একটি। নাটকটি রচিত হয় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। পুঁজিবাদের দাপট তখন বিশ্বব্যাপী। পুঁজিবাদ পিতৃতান্ত্রিক; 'বুনো হাঁস' নাটকে পিতৃতান্ত্রিকতার নিষ্ঠুরতার ছবি আছে।

বুনো হাঁসটি নাটকে উপস্থিত রয়েছে; তবে তার ভূমিকা প্রতীকী। হাঁসটির থাকার কথা জলাশয়ে; শিকারীর গুলিতে আহত হয়ে সে আটক আছে শহরের একটি বাড়ির চিলেকোঠায়। একটি পরিবার তার যত্ন নেয়। বুনো হাঁসটির মতোই পরিবারটি নিজেও কিন্তু আটক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে। আর যে লোকটি পাখিটিকে আহত করেছে সে ব্যক্তিও যে মুক্ত তা নয়; ব্যবস্থা তাকেও আটকে রেখেছে, নিজের তৈরী ব্যবসা ও কাজকর্মের ভেতরে। ইবসেন পুঁজিবাদকে ঘৃণা করতেন; কিন্তু সংস্কারের মধ্য দিয়ে যে একে পরিবর্তিত করা যাবে তেমন ভরসা তাঁর ছিল না। তাঁর ধারণা বরঞ্চ ছিল যে, সংস্কারের চেষ্টা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, যেমনটি ঘটেছে হেলমার একডালের পরিবারে, তার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী গ্রেগারস্ ওয়ারলের সংস্কারমূলক তৎপরতার দরুন। ইবসেনের বিশ্বাস ছিল মৌলিক পরিবর্তনে। কী ভাবে সেটা সম্ভব তা অবশ্য নাটকে বলা হয় নি।

নাটকটি অনুবাদের চেষ্টা আমি করেছি সেই ১৯৫৬ সালে, আমার বয়স যখন বিশ। প্রণোদনা জুগিয়েছিলেন ঢাকা বেতারকেন্দ্রের নাট্য প্রযোজক প্রয়াত নজমুল আলম। পরিমার্জনা করে পরে বাংলা একাডেমী সেটি প্রকাশ করে ১৯৬৫'তে। অনুবাদটি রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। 'জাগৃতি' প্রকাশনা এটি পুনর্মুদ্রণও করেছিল। কিন্তু মুদ্রিত অনুবাদের কোনো কপি অন্যত্র তো নয়ই, আমার কাছেও ছিল না। সাহিত্যপ্রেমিক কবি পিয়াস মজিদ এক কপি খুঁজে পেয়েছে বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে। প্রকাশক আরিফুর রহমান নাইম উদ্যোগী হয়েছেন এটি পুনর্মুদ্রণে। তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। নতুন প্রকাশে কোথাও কোথাও কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে; তবে মূল অনুবাদ আগের মতোই রয়ে গেছে। বেতারে প্রচারের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দু'য়েক জায়গায় সংলাপ সংক্ষেপিত করা হয়েছিল, ওইসব জায়গাতে আর হস্তক্ষেপ করলাম না।

২৭-০৫-২০২৪ সিইচৌ

চরিত্রলিপি

ওয়ারল	কারখানার মালিক ও ধনী ব্যবসায়ী
গ্রেগারস্ ওয়ারল	ওয়ারলের ছেলে
বুড়ো একডাল	হেলমারের পিতা
হেলমার একডাল	একডালের ছেলে
রেলিং	একজন ডাক্তার
মলভিক	ধর্মশাস্ত্রের প্রাক্তন ছাত্র
গ্রেবার্গ	হিসাব-রক্ষক
প্যাটারসন	ওয়ারলের ভৃত্য
জেনসন	ভাড়া-করা ওয়েটার
জীনা একডাল	হেলমারের স্ত্রী
হেডভিগ	তাদের চৌদ্দ বছরের মেয়ে
মিসেস সোরবি	ওয়ারলের গৃহকর্ত্রী

একজন মোটা মেহমান
একজন পাতলা-চুল মেহমান
একজন দুর্বল-চোখ মেহমান
ছয়জন মেহমান
কয়েকজন ভাড়া করা ওয়েটার

[প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থল ওয়ারলের বাড়ী; পরের চারটি হেলমার একডালের বাড়ী। তিন দিনের ঘটনা নিয়ে এ-নাটক। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম রাতের ঘটনা, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের সময় যথাক্রমে পরের দিন সকাল ও সন্ধ্যা; পঞ্চম অঙ্কের শুরু তৃতীয় দিনের সকালে।]

বুনো হাঁস

প্রথম অঙ্ক

[ওয়ারলের বাড়ী। পড়বার ঘর– বইয়ের শেলফ ও গদিওয়ালা আসবাবপত্র বিলাসী ও আরামদায়কভাবে সজ্জিত। ঘরের মাঝখানে কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সহ একটা লেখবার টেবিল। ঘরের পেছন দিকে খোলা ফোলডিং দরজা, পর্দা সরানো। তাদের ফাঁক দিয়ে একটা সুন্দর, প্রশস্ত, উজ্জ্বল আলোয় ভরা কামরা দেখা যায়। বাতি জ্বলছে। পড়বার ঘরের ডান দিকে একটা ছোট দরজা, ওটা দিয়ে ভেতরে অফিস ঘরে যাওয়া যায়। বাঁ-দিকে ফায়ার-প্লেস, আগুন জ্বলছে, আরও পেছনে ডাইনিং হলের দরজা।

ওয়ারলের চাকর প্যাটারসন (গায়ে উর্দি) ও ভাড়া-করা ওয়েটার জেনসন (পরনে কালো কাপড়) পড়বার ঘরটা গোছাচ্ছে। পেছনের বড় ঘরটায় অন্য দু-তিন জন ভাড়া করা ওয়েটার জিনিসপত্র ঠিক করে রাখছে, আরও মোমবাতি জ্বালাচ্ছে। ডাইনিং হলের ভেতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যায়, কথাবার্তার সঙ্গে যেন অনেকে হাসছেও; কে যেন ছুরি দিয়ে গ্লাসে টোকা দিল; তারপর সব চুপচাপ, একজন টোস্ট প্রস্তাব করল আর একজনের নামে, এবার উৎফুল্ল হাসি এবং কথাবার্তার গুঞ্জন।]

প্যাটারসন : (ফায়ার প্লেসের উপরের ফ্রেমে একটা বাতি জ্বেলে তার উপর শেড চাপিয়ে) এই যে, শোন হে জেনসন, বুড়ো আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, লম্বা বক্তৃতা করছে — মিসেস সোরবির স্বাস্থ্য পান করবে—

জেনসন : (একটা হাতলওয়ালা চেয়ার সামনে সরিয়ে) লোকে বলাবলি করে দু'জনের ভেতর কী একটা ব্যাপার আছে, সেটা কি সত্যি?

প্যাটারসন : খোদাই মালুম।

জেনসন : বয়সকালে বুড়ো খুব ফুর্তি করেছেন নাকি!

প্যাটারসন : হবে!

জেনসন : শুনলাম ছেলের জন্যই আজকের এই পার্টি।

প্যাটারসন : হ্যাঁ, ছেলে ফিরেছে গতকাল।

জেনসন : বুড়ো ওয়ারলের ছেলে ছিল, এ কিন্তু আগে শুনি নি!

প্যাটারসন : হ্যাঁ, আছে বৈকি। কিন্তু সে ডুব মেরে থাকে হোয়ডলের কারখানায়। এত বছর এখানে কাজ করছি কোনদিন তাকে শহরে দেখি নি।

ভাড়া-করা ওয়েটার : (অন্য কামরার দরজা থেকে) এই যে প্যাটারসন, একটা বুড়ো লোক—

প্যাটারসন : (বিড়বিড় করে) জ্বালাতন! এখন আবার কী চায় বুড়োটা?

[বুড়ো একডাল ভেতরের দরজা দিয়ে ঢোকেন। তাঁর গায়ে ঝোলা ওভারকোট, হাতে পশমী দস্তানা। একহাতে একটা ছড়ি ও পশমের টুপী, বগলে খাকী কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। মাথায় ময়লা লালচে পরচুলা এবং এক চিলতে ধূসর গোঁফ।]

প্যাটারসন : (ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে) একি! এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

একডাল : আপিসের দরজাটা খুলে দাও তো প্যাটারসন, কিছুক্ষণ কাজ করে যাই।

প্যাটারসন : আপিস তো বন্ধ হয়ে গেছে সেই পাঁচটায়।

একডাল : হ্যাঁ, সে তো জানি। সময় আছে হাতে, কিছু খাতাপত্র নকল করে রেখে যাই।

প্যাটারসন : আসুন দেখি, এদিক দিয়ে যান। (ডান দিকের দরজাটির দিকে এগিয়ে যায়) বাড়ীতে আজ আবার অনেক মেহমান।

একডাল : জানি হে জানি। (প্যাটারসন দরজা খুলে দেয়) অনেক মেহেরবানি তোমার প্যাটারসন। (আপন মনে) বুড়ো বরবাক!

[ভেতরে চলে যান। প্যাটারসন দরজা বন্ধ করে দেয়।]

জেনসন : বেশ মজার লোক কিন্তু বুড়োটা। এখানে চাকরি করে, তাই না?

প্যাটারসন : তা তুমিও কিন্তু কম যাও না, রোজ দেখছ, আসতে যেতে, তবু জিজ্ঞেস করছ কাজ করে নাকি।

জেনসন : আহা চটো কেন। মানে শুনেছি, এককালে নাকি মানুষটার গমগমা অবস্থা ছিল। এখন চাকরি করছে কেন, এই বুড়ো বয়েসে?

প্যাটারসন : চাকরি না করে কী করবে বল? কিছু একটা করে খেতে হবে তো?

জেনসন : যাই বল, ভারি মায়া লাগে বুড়ো মানুষটাকে দেখলে। খুব খারাপ অবস্থা নাকি ওদের?

প্যাটারসন : সে তো খারাপই। যেমন লড়তে গেছিল ওয়ারল সাহেবের সঙ্গে তেমন ঠিক শিক্ষাটি হয়েছে। এখন ওয়ারল সাহেবের এখানেই গোলামী করছেন।

জেনসন : কী রকম?

প্যাটারসন : আগে লেফটেন্যান্ট ছিল নাকি বুড়ো।

জেনসন : লেফটেন্যান্ট! ওই বুড়ো!

প্যাটারসন : হ্যাঁ, তাই ছিল। শেষে কাঠের ব্যবসা শুরু করেছিল নাকি। আর ওয়ারল সাহেবের সঙ্গে কী একটা শয়তানি করতে চেয়েছিল শুনেছি, বাটপাড়ি করতে

চেয়েছিল হয়ত। কিন্তু পারবে কেন? যা ঘুঘু আমাদের সাহেব। আমি বুড়ো একডালকে খুব ভাল করেই চিনি। মিসেস এরিস্কেনের দোকানে বসে অনেক সময়েই দু'-এক গেলাস একসঙ্গে খেয়েছিল দু'জনে।

জেনসন : তোমার সাথে খুব বেশী কারবার নেই নিশ্চয়ই।

প্যাটারসন : না, না, আমিই খাওয়াই ওকে। কী, মনে কর কী? নেমে গেছেন, তাই বলে কি ভদ্রলোকের সম্মান করব না?

জেনসন : একেবারে দেউলে নাকি?

প্যাটারসন : না, তার চেয়েও খারাপ। জেল খেটেছে।

জেনসন : জেল!

প্যাটারসন : হয়ত— (শুনে) স্—স্— সবাই উঠে পড়ছে মনে হয়।

[ভেতর থেকে দু'জন ভৃত্য ডাইনিং হলের দরজা খুলে দেয়। মিসেস সোরবি বেরিয়ে আসেন দু'জন মেহমানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। পেছনে অন্যান্য মেহমান, মিস্টার ওয়ারলও আছেন। সবার শেষে ঢোকে হেলমার একডাল, গ্রেগারস ওয়ারল।]

মিসেস সোরবি : (পাশ দিয়ে যাবার সময়, ভৃত্যদেরকে) প্যাটারসন, গানের ঘরে কফি দাও।

প্যাটারসন : জী, দিচ্ছি।

[মিসেস সোরবি ও অন্য দু'জন মেহমান ভেতরে চলে যায়। প্যাটারসন ও জেনসন যায় পিছু পিছু।]

মোটা মেহমান : (একজন পাতলা-চুল মেহমানকে) ইস্! কী খাওয়া! খুব কষ্ট গেছে নিশ্চয়ই।

পাতলা-চুল মেহমান : ইচ্ছা থাকলে তিন ঘণ্টায় মানুষ কী আয়োজনটাই না করতে পারে, প্রায় অবিশ্বাস্য!

মোটা মেহমান : হ্যাঁ, কিন্তু ধীরে বন্ধু, ধীরে।

তৃতীয় মেহমান : পানীয় নাকি গানের ঘরে পাওয়া যাচ্ছে?

মোটা মেহমান : চমৎকার! আশা করি মিসেস সোরবি আমাদের কিছু বাজিয়ে শোনাবেন।

পাতলা-চুল মেহমান : (গলা নামিয়ে) হ্যাঁ, লোক-ঠকানোর চাইতে, তাই বরং ভাল।

মোটা মেহমান : না, না, তা হবে কেন। ব্যাটা কি আর তার পুরানো ইয়ারদের ফেলে দিতে পারবে?

[তারা হাসে, ভেতরে চলে যায়]

ওয়ারল : (নীচু, দমানো গলায়) ব্যাপারটা কেউ লক্ষ্য করে নি, কী বল গ্রেগারস্?

গ্রেগারস্ : (তার দিকে তাকিয়ে) কী?

ওয়ারল : তুমিও লক্ষ্য কর নি নাকি?

গ্রেগারস্ : কী লক্ষ্য করা উচিত ছিল?

ওয়ারল : খাবার টেবিলে আমরা তের জন ছিলাম।

গ্রেগারস্ : সত্যি? তের জন ছিলাম?

ওয়ারল : (হেলমার একডালের দিকে তাকিয়ে) এমনিতে আমরা বার জন থাকি। (অন্যদের) চলুন যাই, ভেতরে যাই।

[অন্যান্যদের সঙ্গে ভেতরে চলে যায়। থাকে শুধু গ্রেগারস্ ও হেলমার।]

হেলমার : কিন্তু যাই বল, গ্রেগারস্, আমাকে তোমার দাওয়াত করা উচিত হয় নি।

গ্রেগারস্ : তা বলেছ ভালই। তবে আমার কী করা উচিত, কী অনুচিত তা বোধহয় আমি মন্দ বুঝি না। তুমি না বলে দিলেও চলবে।

হেলমার : কিন্তু তোমার আব্বা আমাকে দেখে খুশী হন নি।

গ্রেগারস্ : বয়েই গেল। আমার জন্যই নাকি এই পার্টি, অথচ আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তাতে দাওয়াত করতে পারব না— এমন বিধান মন্দ নয়, কী বল? যাক ওসব কথা। ভাব দেখি কত বছর পরে আজ আবার আমাদের দেখা হল। ষোল সতের বছর তো হবেই। মনে হয় কত দূর আমরা সরে গেছি।

হেলমার : অত দিন হয়ে গেল?

গ্রেগারস্ : হ্যাঁ, অত দিনই তো। অথচ ভাব দেখি ছেলেবেলায়, সেই স্কুলে পড়ার সময়ে কত ভাব ছিল আমাদের। এখন মনে হয় সে সব দিন যেন স্বপ্নের মত দূরে। যেন অবাস্তব সবটাই।

হেলমার : পুরানো কথা তুলে আর লাভ কী বল? যেদিন গেছে সে তো চলেই গেছে, আর তো ফিরে আসবে না। স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখলে বরং অস্বস্তিই বাড়ে।

গ্রেগারস্ : হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। তা'হলে বর্তমানের কথাই বল। কেমন আছ তুমি? বেশ হৃষ্টপুষ্টই তো দেখাচ্ছে।

হেলমার : তা বলতে পার। বেশ একটা কর্তা কর্তা ভাব এসেছে চেহারায়।

গ্রেগারস্ : হ্যাঁ, তাই দেখছি। বাইরের তুমি মোটেই পীড়িত হও নি।

হেলমার : (বিষণ্নতর গলায়) কিন্তু ভেতরের আমি, হ্যাঁ বন্ধু, ভেতরের আমার অন্য রকম খবর। জান তো তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর দুর্যোগের কী ঝড়টাই না বয়ে গেছে আমাদের উপর দিয়ে।

গ্রেগারস্ : (গলা নামিয়ে) চাচা এখন কেমন আছেন?

হেলমার : তাঁর আর থাকা। বেঁচে আছেন এই যা। সংসারে আমি ছাড়া তো তাঁর আর কোনো অবলম্বনই নেই। আব্বার কথা বলতে গেলে; আমার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। তার (হোয়েডালের) চেয়ে তুমি বরং তোমার কথা বল। কারখানায় তোমার কেমন কাটছে দিন?

গ্রেগারস্ : ভালই আছি, কিন্তু খুব নিঃসঙ্গ। তাতে খারাপ লাগে না। নানা কিছু— সব কিছু সম্বন্ধে ভাববার সময় পাওয়া যায়। এস দেখি, এখানে বসি।

[সোফায় গিয়ে বসে, হেলমারকে ধরে পাশে বসায়]

হেলমার : (গলায় আবেগ) দাওয়াত দিয়েছ বলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ গ্রেগারস্। বোঝা গেল আমার উপর তোমার আর কোনো অভিযোগ নেই।

গ্রেগারস্ : (বিস্মিত) অভিযোগ?

হেলমার : হ্যাঁ, অভিযোগই — প্রথম কয়েক বছর নিশ্চয়ই ছিল।

গ্রেগারস্ : কোন প্রথম কয়েক বছর?

হেলমার : সেই ভীষণ দুর্যোগটা যখন আমাদের উপর ভেঙে পড়ল তখনকার। নিশ্চয়ই তোমার মনে অনেক অভিযোগ জমেছিল। তোমার আব্বাও তো জড়িয়ে পড়েছিলেন ভয়ানক ওই ঘটনায়। অল্পের জন্যই না বেঁচে গেছেন। তাঁর কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে বলা যায়।

গ্রেগারস্ : আর সে জন্য আব্বার একমাত্র সন্তান হিসেবে একডাল চাচার ছেলের বিরুদ্ধে আমার এক গাদা অভিযোগ, অভিমান থাকবে, এইতো? চমৎকার! কিন্তু এই আইডিয়াটা তুমি পেলে কোথায়? নাকি তোমার নিজস্ব? যাকে বলে মৌলিক?